জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩- ১৪১ তারিখঃ ১৫.০১.২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনি সহায়তায় বিজ্ঞ আদালত হতে জামিন পেলেন ভুক্তভোগী মুস্তাকিম

গণমাধ্যমে প্রকাশিত "ডায়ালাইসিসের খরচ জোগানো একমাত্র ছেলেটি কারাগারে, দিশাহারা মা" শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ডায়ালাইসিস ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছেলে মুস্তাকিমকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগে মামলা করে। একমাত্র ছেলে কারাগারে থাকায় এখন দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মা কিডনি রোগী নাসরিন আক্তার। **জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনি সহায়তায় ভুক্তভোগী মুস্তাকিম বিজ্ঞ আদালত হতে আজ দুপুরে জামিন পেলেন।**

কমিশন মনে করে, কিডনী রোগীদের জন্য ডায়ালাইসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এধরণের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার ক্ষুন্ন হবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ডায়ালাইসিস সেবা কম খরচে কিভাবে দেয়া যায় তা পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যকীয়। একইভাবে একারণে রাস্তা অবরোধ, রোগীদের হাসপাতালের সেবা গ্রহণ ও জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোনটিই কাম্য নয়। ভুক্তভোগীরা যখন এবিষয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছিল তখনই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান, আলোচনা ও ক্ষোভ প্রশমনের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা পরিহারের প্রচেষ্টা নেয়া সমীচীন ছিল বলে কমিশন মনে করে।

উল্লেখ্য যে, সরকার জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণে বিবিধ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এঅবস্থায়, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে মানুষের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উক্ত ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধি না করে কিভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে গত ১১.০১.২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ